বাংলা সম্পাদকীয়

বলিউডে অবশেষে নারী জাগরণ?

বলিউড হোক বাটলিউড, মহিলা চরিত্র মানে সে পার্শ্ববর্তী, আই ক্যান্ডি। হিরোর হিরোইজমকে বাড়াতে সাহায্য করবে এমন একঅনুঘটক মাত্র। মা হারালে মা পাওয়া যায় নাআর বউহারালে বউ পাওয়া যায়? ----- এই উদাহরণের সূত্রে আমার লেখা 'লাপাতা লেডিস' - এর এক সম্পাদকীয় |

লাপাতা লেডিস

"লাপাতা লেডিস" সিনেমাটি বলিউডে নারী জাগরণের অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ। ছবিটির গল্প দুই নারীর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘিরে আবর্তিত হলেও, এর ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে সমাজের নানা দিক। গ্রামের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই সিনেমা আমাদের পরিচিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং নারীদের অবস্থানের উপর গভীরভাবে আলোকপাত করেছে।

সিনেমার মূল কাহিনি দুটি নারীর অদ্ভুতভাবে নিখোঁজ হওয়া নিয়ে। তাঁদের খোঁজার অভিযান শুরু হলে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিক্রিয়া, প্রচলিত সামাজিক বাধা এবং নারীদের স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। গ্রামের জীবনের প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থান এবং তাঁদের উপর সমাজের চাপ অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে ফুটে উঠেছে।

"লাপাতা লেডিস" শুধু একটি নিখোঁজ হওয়ার গল্প নয়, বরং এটি নারীদের নিজস্ব স্বপ্ন, ইচ্ছা এবং স্বাধীনতা খুঁজে পাওয়ার কাহিনি। ছবিটি নারীদের ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। এটি দেখায় কীভাবে নারীরা নিজেরাই নিজেদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে এবং সমাজের প্রচলিত ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

সিনেমায় দেখানো হয়েছে কীভাবে নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাধাগুলো তাঁদের জীবনকে প্রভাবিত করে। সামাজিক বাধা এবং প্রচলিত নিয়মগুলো নারীদের স্বাধীনতার পথে বাধা সৃষ্টি করে। এই সিনেমাটি সেই বাধাগুলোকে ভেঙে ফেলার একটি প্রচেষ্টা, যা নারীদের সাহসিকতা এবং আত্মমর্যাদাকে তুলে ধরে।

"লাপাটা লেডিস" বলিউডে নারী জাগরণের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এটি নারীদের কাহিনি, তাঁদের সংগ্রাম এবং সাফল্যের গল্পগুলোকে কেন্দ্র করে নির্মিত, যা আমাদের সমাজের প্রচলিত ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে। বলিউডে নারীকেন্দ্রিক সিনেমার এই জাগরণ সত্যিই প্রশংসনীয় এবং "এনিম্যাল" গোছের মুভির সাফল্যের নিরাশার মাঝে খানেক আশা জাগানিয়া। আমরা আশা করি এই ধারা অব্যাহত থাকবে, এবং নারীরা তাঁদের গল্পগুলো আরও বেশি করে পর্দায় তুলে ধরার সুযোগ পাবেন।

শিঞ্জিনী গুপ্ত (সহ-সম্পাদক, বাংলা এডিটোরিয়াল বোর্ড)
১২-গ

রায়বাবুর স্মরণে

রায়বাবুর স্মরণে কিছু কথা

সত্যজিৎ রায় (২ মে ১৯২১ – ২৩ এপ্রিল ১৯৯২) একজন বাঙালি কিংবদন্তি। তিনি একাধারে একজন চলচ্চিত্র-পরিচালক, চিত্রকর, সংগীত পরিচালক এবং লেখক। তাঁকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। কলকাতার খ্যাতনামা রায় পরিবারে সত্যজিতের জন্ম।সত্যজিৎ রায়ের বাবা ছিলেন সুকুমার রায়, এবং ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। লেখক সুখলতা রাও ছিলেন তাঁর পিসি। সত্যজিতের বয়স যখন দুই বছর তখন তাঁর বাবা সুকুমার রায় মারা যান। সত্যজিৎ তাঁর। ঠাকুরদার বাড়িতে বেড়ে ওঠেন। তিনি কলকাতার বালিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন করেন এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতিতে বিএ সম্পন্ন করেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯১৩ সালে ‘সন্দেশ’ নামে শিশু-কিশোরদের জন্য এই পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন তাঁর মেসার্স ইউ রায় অ্যান্ড সন্স কোম্পানী প্রকাশনের মাধ্যমে। ১৯১৫ সালে উপেন্দ্রকিশোর মারা যাবার পর এর সম্পাদনার ভার নেন তাঁর পুত্র সুকুমার রায়।

১৯২৩ সালে সুকুমারের অকালমৃত্যুর পর তাঁর ভাই সুবিনয় সন্দেশের সম্পাদনা দেখাশোনা শুরু করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯২৫ সালে পত্রিকাটি সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৬১ সালে সত্যজিৎ রায় ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সন্দেশ পত্রিকা আবার নতুন করে প্রকাশিত হয়। তিনি সন্দেশকে পুনরুজ্জীবিত করার পরই শিশুদের জন্য তাঁর লেখা অনেক রচনাই এখানে প্রথম প্রকাশিত হয়।
প্রধানত কিশোরদের জন্য বেশ কয়েকটি ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তার নির্মিত জনপ্রিয় কাল্পনিক চরিত্র গোয়েন্দা ফেলুদা এবং প্রোফেসর শঙ্কু। সত্যজিৎ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯২ সালে ভারত সরকার তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার ভারত রত্ন প্রদান করে। সত্যজিৎ ভারত রত্ন এবং পদ্মভূষণসহ সকল মর্যাদাপূর্ণ ভারতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন।

‘ফ্রিৎস’ সত্যজিৎ রায়ের লেখা একটি অলৌকিক আধাভৌতিক গল্প ।

ফ্রিৎস’ গল্পে, একত্রিশবছর পর জয়ন্ত এসেছিল তার ছেলেবেলায় ছুটি কাটিয়ে যাওয়া বুন্দি শহরের সার্কিট হাউসে। তার মনে পড়লো, ছেলেবেলায় সে সঙ্গে এনেছিল একটা পুতুল। সুইজারল্যান্ডের কোনও এক গ্রাম থেকে কেনা পুতুল— দশবারো ইঞ্চি লম্বা, সুইসদেশীয় পোশাক পরা, দেখতে নাকি হুবহু এক খুদে জ্যান্ত মানুষ। নাম ছিল তার ফ্রিৎস। পুতুলটা ছোট্ট জয়ন্তর ভীষণ প্রিয় ছিল। ‘জয়ন্ত তার সাথে কথা বলত, খেলত। বুন্দিতে আসার পর পুতুলখানা গিয়ে পড়ে কুকুরদের খপ্পরে। দাঁতে কামড়ে পুতুলটা ক্ষতবিক্ষত করে দেয় তারা। ফ্রিৎসকে মৃত বলে বিশ্বাস করে জয়ন্ত তাকে একটি দেবদারু গাছের নিচে মাটির তলায় পুঁতে দেয়। একত্রিশবছর পর যখন জয়ন্ত সার্কিট হাউসে ফেরে, রাতে বিছানায় শুয়ে সে শুনতে পায়, তার ছেলেবেলার পুতুল, ফ্রিৎস, হেঁটে বেড়াচ্ছে তার বুকের ওপর। লেপের সাদা ওয়াড়ে ফ্রিৎসের পায়ের ছাপও দেখা যায়। শঙ্কর তার বন্ধুর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে পরামর্শ দেয় ফ্রিৎসের কবর খুঁড়ে দেখতে— কারণ সে ভেবেছিল যে পুতুলটির স্মৃতি তার বন্ধুদের ছুটি নষ্ট করে দেবে। ফ্রিৎসের কবর খুঁড়ে দেখা গেল, গর্তের মধ্যে ধুলোমাখা অবস্থায় চিত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা একটি দশ-বারো ইঞ্চি ধবধবে সাদা নিখুঁত নরকঙ্কাল!

সত্যজিৎ রায়ের নাম শুনলেই সবার আগে একজন বিশ্ব বিখ্যাত চিত্র পরিচালকের কথা মনে পড়ে। সিনেমা বানানোই ছিল তাঁর পেশা ও নেশা। সেইজন্য তাঁর লেখা গল্পগুলো পড়লে ছবির মতো ফুটে ওঠে সবকিছু। তাঁর লেখার ভাষা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। সেইজন্য খুব সহজেই বোধগম্য হয়। না বোঝার কোনো অবকাশই থাকে না। সিনেমা বানানোর কাজে তিনি এতই ব্যস্ত থাকতেন যে লেখার জন্য খুব কমই সময় দিতে পেরেছেন। ম্যাজিক, ছবি আঁকা, অলৌকিক ঘটনা, সিনেমা-র প্রসঙ্গ ইত্যাদি হয়ে উঠেছে তাঁর একাধিক গল্পের বিষয়বস্তু। অনেক পরে লেখা শুরু করার জন্য তার লেখার কলেবর অনেক বড় না হলেও এই মনোগ্রাহী বিষয়বস্তু আর সরস, সহজ লেখনশৈলীর জন্য তিনি পাঠকমহলে একজন খুবই প্রিয় লেখকের জায়গা অর্জন করে নিয়েছেন।

সুমেধা সান্যাল
১০-ক

বিবিধ

নিজেকে অনুসন্ধান না বয়সের দোষ?

শৈশব না যৌবন? জীবনের ঠিক কোন পর্যায় এখন সে দাঁড়িয়ে তা বুঝতে অক্ষম পৌলমী। দু মাস আগেই তার ১৬তম জন্মদিন ছিল। সে এখন কিশোরী বা যে শব্দটা বেশী প্রচলিত- 'টিনেজার'। পৌলমী ছোটবেলায় ভাবত বড় হলেই বোধহয় সব সমস্যার সমাধান, সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। তবে এখন যখন সত্যিই সে 'বড় হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন যেন তার মন আরও গভীর আর জতিল প্রশ্নের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। দোটানায় পড়ে যাচ্ছে সে। পুরোপুরি শৈশবের হাত অ ছাড়তে ছায় না সে। সেই বয়সের সহজ সরল জীবন আরও কিছুদিন উপভোগ করতে চায়। তবে সে আবার পুরোপুরি শিশুও থাকতে চায় না, চায় বড় হয়ে স্বাধীন হতে, নিজের স্বপ্নপূরণ করত।

কিন্তু কিছু বছর হল, পৌলমীর মনে জটিল চিন্তাভাবনার আবির্ভাব হয়েছে। কেন? সেটা সে নিজেও জানে না। বাড়ির বড়রা যখন তাকে বন্ধুদের কিংবা প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনা করে তখন তার খুব খারাপ লাগে। তবে কতদিন এমন হয়েছে যখন সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ অন্যদের সঙ্গে তুলনা করেছে। "ইশ! মৌপিয়ার মত সুন্দর চেহারা যদি আমারও হত। যদি ওর মত ঘন, লম্বা চুল হত।" "আমার মুখে ওত দাগ কেন? গায়ের রংটা আরেকটু ফরসা হলে..." ইত্যাদি খেয়ালকে সে আশ্রয় দিয়েছে তার মনে।

পৌলমীর স্বপ্ন একদিন সে বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা হবে। ছোটবেলায় ডাক্তার, টিচার হওয়ার কথাও ভাবত তবে এখন সে মনে করে সে এসবের উর্দ্ধে গিয়ে গানটাকেই বেশী ভালবাসে। কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা করলে সে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। তার স্বপ্ন তার নিজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও হয়ত অন্যদের বললে তারা মজার ছলে উড়িয়ে দেবে। "এখনও ভাবিনি" বলে এই প্রশ্নটা এড়িয়ে যায় পৌলমী। যখন অন্যদের মুখে 'উকিল', 'ইঞ্জিনিয়ার' শুনে বড়রা তাদের প্রশংসা করে, সেই সময়গুলয় পৌলমীর মনের কষ্ট বোঝাবার নয়। যদি ওর স্বপ্নটাও 'সোসাইটি অ্যাপ্রুভ্' হত তাহলে বলতে কোনো দ্বিধাই হত না।

সবথেকে আশ্চর্য হয় সে এই ব্যাপারটাই যে শুধু সে-ই যে দোটানায় পড়েছে তা নয়, পড়েছেন বাবা-মা আত্মীয়স্বজনরাও। পৌলমী একবার মা-কাকিমাদের মধ্যে বসে এমনিই বলেছিল, "বুঝলে মা, আমি শ্বশুরবাড়ি যাব না। ছেলেদের মা - এরা ছেলেদের কষ্ট করে বড় করে বুঝলাম, মেয়েদের মায়েরা কী কম কষ্ট সহ্য করে বলত? তাই আমারও অধিকার আছে তমার সঙ্গে থাকার সারাজীবন।" কথাটায় যেন ঘরের সবাই চুপ হয়ে গেল। "ছোটদের এসব ব্যাপারে বেশী না বলাই ভালো," ঠাকুমা জোরে ধমক দিলেন। তবে আবার সেই দিনই যখন পৌলমীকে চা বানাতে বলা হলে সে বলে সে রান্নাঘরের কিছুটাই তখনও শেখেনি তখন তাকে "এত বড় মেয়ে, এইটুকু পারিস না?"- কথাগুলির সম্মুখীন হতে হয়।

সমাজের বাঁধা, মনের বাঁধা এগুলোর কারণে কখনও কখনও এক মানসিক চাপ অনুভব করে। তবে সে জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করতে ভোলে না। কারণ সে জানে এই বয়সটাও একদিন কেটে যাবে। ' পৌলমী' যে আসলে 'কে?' এই প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পাবে। কেটে যাবে বাঁধা কিন্তু হারিয়ে যাবে এই বয়সের আমেজ। তাই ভালো, খারাপ সবরকম অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নিয়েই এগিয়ে চলেছে জীবনের পথে।

দেবপর্ণা ঘোষ
১০

শীতের আমেজ

শীতকাল

শীতকাল বলতেই বুঝি বড়দিন, নতুন বছরের সূচনা, রাস্তায় সে এক আলোর অহংকারী রণক্ষেত্র,কে হবে বেশি উজ্জ্বল? কে হবে সবচেয়ে সুন্দর? আর এই যুদ্ধে আলোয় আলোয় কেটে কেটে সবাই যায় হেরে। ভালো লাগেনা এই সংঘাত দেখতে, সারা জিবন তো লড়াই শুধু, এমন লড়াই যে আমরা ভুলে গেছি শান্তি কাকে বলে, এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমি দেখি, দেখি সেই আড়ম্বরের পিছনে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট কালটিকে, যার আর্তনাদকে আমরা সুর ভেবে আনন্দ করি, আর সেই নাচের তাল হয়ে ওঠে এমনি ভয়ংকর, যে ভুলে যাই আমরা শীতের চুপচাপ স্বভাব, যেন তাকেও ডাকছি, “এস, যোগ দাও এই যুদ্ধে, দৌড়াও আমাদের প্রতিজগিতায়।” সে আসে না, মুখোশ দিয়ে ঢেকে রাখে মুখ।

আমি দেখেছি শীতের সকাল, ধূসর আভার মাঝে এক ফিনিক গোলাপি আলো, আকাশও কি ভাবে প্রেমের কথা? অগ্রহায়ণের পিছন পিছন আসে এক চুপচাপ, খুজে নিতে হয় নিজেকেই সেই নিস্তব্ধতা, শীতল বাতাস লুকোচুরি খেলতে খেলতে, আনে এক ঘুমের আমেজ, এক আঁধার, গভিরতা, নিজের সাথে ফের এক অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা। বুঝতে পারিনা ঠিক, কিকরে এই বিষণ্নতা হতে পারে এমন মায়াবী, বহু কিছুর আদি-অন্ত, আমূল পরিবর্তন নয় কিন্তু,ধীরে ধীরে, তাড়ার থেকে খানিক ত্রান, খুজে পাওয়া নিজের অজানা অংশ, শ্বাস ফেলা।

জানো শীত কিসের মাস? রক্তিমবর্ণ সুরজাস্ত, তার মাঝে পাখিদের বিদায়কালীন সুর, গাছের পাশ দিয়ে বাতাসের গুঞ্জন, যে হিম বায়ু টেনে নিয়ে যায় মনের কুয়াশা, দৃষ্টি হয় আলোকিত।পশমী শাল, গলায় মাফলার, পায় মোজা, পাতলা থেকে পুরু, বরফ জমা আঙ্গুল বন্ধুদের গালে রেখে গরম করা। সে স্বপ্নের মাস, পূর্ব আকাশের সূর্যের ভিতর জন্ম হয় এক আলো-আধারি স্বপ্ন, নতুন বছরে তা বড়ো হয়ে ধারণ করবে নতুন রুপ, বসন্ত আসছে।

মিরিন ব্যানার্জি
১০

শীতের নতুন ছবি

বালিগঞ্জ এভিনিউতে একটা বাড়িতে একতলা তে একজন বৃদ্ধা মহিলা থাকতেন। তার সাদা কোকরা কোকরা চুল, বলিত মুখ, চোখে কালো বড় চশমা এবং একটা সম্পূর্ণ হৃদয়উষ্ণ হাসি। কিন্তু এই হাসিটা অনেক কম দেখা যেত কারণ উনি দিন পর দিন বাড়িতে একঘেয়ে জীবন কাটাতেন। ওনার বেরোনোর সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না। ভয় পেতেন কোলকাতার গ্রীষ্মকাল, ভিড়কে। একমাত্র শীতকালে বারান্দা তে একটা সাদা চেয়ার এ বসে চা খেতে খেতে বাইরের আবহওয়া উপভোগ করতেন।

তিনি চাইতেন আকর্ষণীয় কিছু ঘটুক এবং একদিন ওনার ইছা পূরণ হয়ে গেল। এটা ছিলো ২০২২ সাল এর একটা শীতের বিকেল যেদিন বৃদ্ধা বারান্দা তে তার পছন্দের চেয়ারে বসে চা উপভোগ করছিলেন। কিন্তু সেদিন বিকেলে যা চোখের সামনে ঘটতে দেখলেন তা ওনাকে রীতিমতো অবাক করে দিয়েছিল। ওনার বাড়ির বিপরীতে একটা বটগাছ ছিলো এবং তার ডালগুলো ওনার বাড়ির গ্যারেজ এর শোভাবর্ধন করতো কারণ তার গ্যারেজটা বহু বছর ফাঁকা পড়ে ছিলো। কিন্তু এখন আর ফাঁকা ছিল না। কারণ নির্মাণ শ্রমিক রা বাড়ির ভেতর বাইরে যাওয়া আসা করছিল। বিশৃঙ্খলার গুঞ্জন ছিল কিন্তু বৃদ্ধার বেশ ভালো লাগছিল। সে একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল “কী করছে এই সব লোকেরা এখানে”? একজন লোক যে তার সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো সে একরকম অবিশ্বাস্য ভাবে বলে উঠল “ গত একমাস ধরে একটা চায়ের দোকান খোলবার জন্য কাজ করছি।”

বৃদ্ধা খুব আগ্রহভরে পরের কয়েকদিন লোকেরদের হাটাচলা, তাদের কথাবার্তা, যন্ত্রপাতির আওয়াজ লক্ষ্য করতে লাগলেন। আস্তে আস্তে একদিন সব কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল এবং বৃদ্ধার সামনে একটা নতুন চা এর দোকান খুলে গেলো। নতুন নতুন মুখ তাদের হাসি ঠাট্টা, একটা ছেলে মেয়ের নতুন প্রেমের আভাষ, গ্রাহকদের সাথে পথগামী চতুষ্পদের বন্ধুত্ব সব কিছু বৃদ্ধার জীবনে নতুন স্পৃহা নিয়ে অসলো। বৃদ্ধার সেই হৃদয়ুষ্ণ হাসি আবার ফিরে এলো ।

লীলা দে
১০

ILLUSTRATION- JIYA HALDER